যুগান্তর

MAY 07 2002

জাবি ছাত্র রাজনীতিতে নিষ্প্রাণ স্থবিরতা

জাহিদুর রহমান খান, *জাবি থেকে*

সন্ত্রাস, হামলা-মামলা, হয়রানি আর দলীয় কোন্দলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে প্রচণ্ড স্থবিরতা বিরাজ করছে· ক্যাম্পাস রাজনীতির প্রাণশক্তি

স্থবিরতা : পৃষ্ঠা : ১৩ কলাম : ৭

স্থবিরতা : ছাত্র রাজনীতিতে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

সরকারদলীয় ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সন্ত্রাসের বেড়াজালে আবদ্ধ. বিরোধী দলীয় সংগঠন ছাত্রলীগ হামলা-মামলার ভয়ে ক্যাম্পাস থেকে লাপাত্তা আর আন্দোলনপটু বাম ছাত্র সংগঠনগুলোর কাজকর্ম চলছে ঢিমেতালে। সব মিলিয়ে এখন নিথর-নিষ্প্রাণ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতি।

বর্তমানে দেশের সব এলাকায় ছাত্র রাজনীতিতে বেহাল অবস্থা থাকলেও জাবি'র অবস্থা খুবই করুণ। সব সময়ই ক্ষমতাসীনদের দাপটে কোণঠাসা থাকে এখানকার বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলো। চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসের একক রাজত্ব কায়েম করে ক্ষমতাসীনরা। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজিতে ছাত্রদল বেপরোয়া হয়ে ওঠে। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে স্থগিত ঘোষণা করা হয় জাবি ছাত্রদলের কার্যক্রম এবং গ্রেফতার হন সাধারণ সম্পাদক ফরিদ মিয়া আরমান। সাধারণ সম্পাদক গ্রেফতারের পর ছাত্রদলের কর্তৃত্ব চলে যায় সভাপতি আশরাফুল আলম খান জুয়েলের হাতে। কর্তৃত্ব পেয়েই তিনি দলের সাংগঠনিক কাজে মনোযোগ দেন। এরই মধ্যে ক্ষমতা ও আধিপত্যকে কেন্দ্র করে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে প্রকাশ্য গ্রুপিং দেখা দেয়। ফের গ্রেফতার হন ফরিদ মিয়া আরমান। দুই গ্রুপের সংঘর্ষের পর সাধারণ সম্পাদক গ্রুপ বর্তমানে ক্যাম্পাসের বাইরে। ক্যাম্পাসে সভাপতি জুয়েলের সব মহলে গ্রহণযোগ্যতা থাকলেও সম্প্রতি তাকে ঘিরে ব্যাপক হারে চাঁদাবাজির অভিযোগ উঠছে। সব প্রতিকূলতা কাটিয়ে ছাত্রদলের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছেন যুগ্ম সম্পাদক মনিরুল হাসান রয়েল। তিনি নিজেকে রেখেছেন সব বিতর্কের উর্ধ্বে। ক্যাম্পাসে শুদ্ধ ছাত্রদল নেতা হিসাবে এসএম সোহেল রানা সুমন, পারভেজ মল্লিক, কাজী শামীমা শিল্পী, নাজমুল হাসান অভির নাম উল্লেখযোগ্য।

ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত হন। পরবর্তী সময়ে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা ক্যাম্পাসে প্রবেশ করলে ছাত্রদল কর্মীদের নির্যাতনের শিকার হন। সর্বশেষ হামলার শিকার হন ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক তৈয়াবুর রহমান তুহিন। বর্তমানে ছাত্রলীগের জুনিয়র কর্মীরা ক্যাম্পাসে এলেও কোন সাংগঠনিক তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। ছাত্রলীগ সভাপতি মেহেদী জামিল এর জন্য প্রশাসন ও ছাত্রদলের সন্ত্রাসকে দায়ী করেছেন।

বাম ছাত্র সংগঠনগুলো জাতীয় রাজনীতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় ক্যাম্পাসে তাদের কার্যক্রম ঝিমিয়ে পড়ছে। বিগত দুই মাসে তাদের কোন উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি নেই বললেই চলে। ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি মনিরুল ইসলাম বলেন, সারাদেশের রাজনীতির প্রভাব আমাদের ক্যাম্পাসেও পড়েছে। যে কারণে ছাত্রদের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ কম। জোট সরকারের শরিক দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রশিবির জাবিতে নিষিদ্ধ।

১৯৮৯ সালে ছাত্রশিবির ক্যাডারদের হাতে ছাত্রদল নেতা হাবিবুর রহমান কবির আহত হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করলে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের পক্ষ থেকে তৎকালীন জাকসুর ভিপি ও সাবেক ছাত্রলীগ সভাপতি এনামুল